ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আদালত কেন করিনাকে নোটিস পাঠালো?

পৃঃ ৫

আগামী মৌসুমে অনেক আনন্দ দেবেন, কথা দিলেন নেইমার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৩৩ ● কলকাতা ● ০৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ১৭ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভোটের মধ্যে দলের কাউন্সিলরের

বাড়িতে আয়কর হানা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মিতালি সাহার বাড়িতে হানা দিল আয়কর কর্তাদের একটি দল। কুমোরটুলির কাছে মদনমোহন স্ট্রিটে মিতালির বাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানে পৌঁছন আয়কর কর্তারা। দুপুর পর্যন্ত তল্লাশি চলছে। মিতালির বাড়ির নীচে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থার অফিস রয়েছে। ভোটের মধ্যে দলের কাউন্সিলরের বাড়িতে আয়কর হানাকে 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা' হিসেবে দেখতে এবং দেখাতে চাইছে তৃণমূল। শাসকদলের অন্যতম মুখপাত্র তথা কলকাতার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী বলেন, "আয়কর কর্তারা কোথাও হানা দিতেই পারেন। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। তবে সময়গুলো বড় অদ্ভুত। গত ১২ জানুয়ারি তাপস রায়ের বাড়িতে ইডি হানা দিয়েছিল। সেই সময়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, তাপস বরাহনগর পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্ত। তার পর তাপস বিজেপিতে গেলেন। এই হানাগুলো হচ্ছে বিজেপির 'ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট'। 'অ্যাকসেপ্ট' করলে তাপস রায়, না করলে অরবিন্দ কেজরীওয়াল।" অরূপের বক্তব্য, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটে হারাতে পারবে না জেনে বিজেপি এজেন্সিকে ব্যবহার করছে । ঘটনাচক্রে, উত্তর কলকাতার এই তৃণমূল কাউন্সিলর দলের অন্দরে 'সুদীপ-ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত।সূত্রের খবর, সেই সংস্থাতেই মূলত হানা দিয়েছে আয়কর দফতরের দলটি। বাড়ির নিরাপত্তারক্ষীরা এ ব্যাপারে বিশদে কিছু বলতে চাননি। তবে তাঁদের এক জন জানিয়েছেন, তিন তলা বাড়িটির সব জায়গাতেই তল্লাশি চালাচ্ছেন আয়কর কর্তারা।

আয়কর দফতর সূত্রে খবর, সঙ্গতিহীন আয়-ব্যয়ের সূত্রেই

এরপর ৩ পাতায়

পঞ্চম দফা ভোটের আগে

আবারও তপ্ত বঙ্গ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চম দফা ভোটের আগে আবারও তপ্ত বঙ্গ। রাজ্যের দু'প্রান্তে উদ্ধার দুই যুবকের দেহ। দু'জনের রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। মন্তেশ্বরে দিলীপ ঘোষের বুথ এজেন্টের অস্বাভাবিক মৃত্যু। পরনে অন্তর্বাস, গলায় গামছা! গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসানো দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে দিলীপ ঘোষের বুথ এজেন্টের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।

ভোট আবহে একই দিনে বাংলার দুপ্রান্ত দুই রাজনৈতিক কর্মীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রাজ্যে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সক্রিয় রাজ্য পুলিশও। এরইমধ্যে মন্তেশ্বরে ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে গোসাবায় ভোটের আগে তৃণমূল কর্মীর রহস্যমৃত্যুতেও চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে।অন্যদিকে, গোসাবার গাছ থেকে উদ্ধার এক তৃণমূল কর্মীর ঝুলন্ত দেহ। গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় গাছে ঝুলছে দেহ! দু'ক্ষেত্রেই অভিযোগ উঠছে, গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। মন্তেশ্বরে উদ্ধার

এরপর ৩ পাতায়

আমি না থাকলে দিঘা-তমলুক কিছুই হত না: মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সেই ফল নিয়ে বিতর্ক এখনও বহাল। লোডশেডিং করিয়ে বিজেপি ভোটগণনায় কারচুপি করেছিল বলে অভিযোগ করে তৃণমূল।

তমলুকের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে অনেকবারই নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী এবং শিশির অধিকারীকে 'গদ্দার' বলে সম্বোধন করেন মমতা। নিজেদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এখন সেগুলি বাঁচাতে বিজেপির কাছে গেছে তাঁরা, এমনই দাবি করেন তিনি। মমতার সংযোজন, "আমি না থাকলে দিঘা-তমলুক কিছুই হত না। এতদিন তো বাপ-ব্যাটা ছিল, কোন কাজটা করেছে ১০ বছর?" পরোক্ষে শুভেন্দুকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে মমতা বলেন, "যতদিন আমাদের মন্ত্রী ছিল যা পেরেছে তা করে খেয়েছে। লুটে নিয়েছে। আমি খাতা খুলছি না, জনগন দেখবেন।"

তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্নের কথা সকলকে মনে করিয়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, যখন দল তৈরি হয় 'বাপ-ব্যাটা' কেউই ছিল না। ওঁরা তখন কংগ্রেসের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং তখন তারা তৃতীয় হয়েছিল। তাঁর হাত ধরে জেতার আগে শুভেন্দু যে বহুবার নির্বাচনে হেরেছেন, সেই কথাও মনে করিয়ে দেন মমতা।এই ইস্যুর জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টেও। চলতি লোকসভা ভোটের মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বদলা নেওয়ার কথা বললেন! নাম না নিয়ে নিশানা করলেন অধিকারী পরিবারকে।

বৃহস্পতিবার তমলুকে ভোট

এরপর ৩ পাতায়

বঙ্গভবন কোনও অভিযুক্তকে রাখার জায়গা নয়,

পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের এই নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গভবন কোনও অভিযুক্তকে রাখার জায়গা নয়। সব জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের এই নিয়ে সতর্ক করে দেওয়া হল। দুই সপ্তাহ আগে বারুইপুর থানার একটি মামলায় উত্তর প্রদেশ থেকে এক অভিযুক্তকে পাকড়াও করেছিল পুলিশ। তারপর ধৃতকে নিয়ে দিল্লিতে বঙ্গভবনে উঠেছিলেন পুলিশকর্মীরা। সেখান থেকেই পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল অভিযুক্ত। উল্লেখ্য, বিভিন্ন মামলার তদন্তে পুলিশকে মাঝে মধ্যেই ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়। কখনও তদন্তের স্বার্থে, আবার কখনও গোপন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কোনও বিশেষ অভিযানে। সেক্ষেত্রে অনেক সময় দিল্লি বা পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও যেতে হয় বাংলার পুলিশকর্মীদের। কিন্তু সাম্প্রতিক যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার যাতে আবার কোনও পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করতে এবার সব জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের সতর্ক করে দেওয়া হল।

সেই ঘটনার পর এবার সব জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের সতর্ক করে চিঠি পাঠালেন রাজ্য পুলিশের অ্যাডিশনাল ডিজি-আইজিপি (আইন শৃঙ্খলা)।

সাম্প্রতিক এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে চিঠিতে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বঙ্গভবন কোনও অভিযুক্তকে রাখার জায়গা নয়। নিকটবর্তী থানাতেই যথাযথ ডকুমেন্টেশনের সঙ্গে অভিযুক্তকে রাখা উচিত। তাই যখনই কোনও পুলিশকর্মীকে এমন কোনও দায়িত্বে পাঠানো হবে, তাঁকে যেন স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তাজনিত কারণে অভিযুক্তকে অবশ্যই নিকটবর্তী থানাতেই রাখতে হবে। পাশাপাশি এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যখন কোনও অফিসার কোনও মামলা স্বার্থে দিল্লিতে যাবেন, তাঁরা যেন কোনও অবস্থাতেই বঙ্গভবনে অভিযুক্তকে না রাখেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রসার

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

দার্জিলিং-এর ব্যাঙডুবিতে

'সমাধান অভিযান'-এর আয়োজন করেছে প্রাক্তন সেনাকর্মী কল্যাণ দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর সেনা শিবিরে জনসচেতনতা প্রসারের উদ্দেশ্যে 'সমাধান অভিযান'-এর আয়োজন করে প্রাক্তন সেনা কর্মী দফতর। অভিযান চলাকালীন প্রাক্তনীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় প্রাক্তন সেনাকর্মী কল্যাণ দফতরের সচিব ডঃ নীতেন চন্দ্র সেনাকর্মীদের কল্যাণে সরকারের দায়বদ্ধতার কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। দফতরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা অসুবিধার বিষয়ে জানতে চেয়ে ডঃ নীতেন চন্দ্র রাজ্য ও জেলা সৈনিক বোর্ড, ইসিএইচএস এবং দফতরের অধীন অন্য সংস্থাগুলিকে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সমস্যা সমাধানে দ্রুত যোগাযোগ ও সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। প্রাক্তনীদের জন্য সরকারের অবিরাম সহায়তার কথা পুনরায় জানান তিনি।

দফতরের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ক্ষোভ এবং অভিযোগের দ্রুত নিস্পত্তির জন্য এবং প্রাক্তন সেনাকর্মী ও তাদের পরিবারের আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে এই 'সমাধান অভিযান'-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সক্রিয় যোগাযোগ এবং সদর্থক আলোচনার মাধ্যমে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ গঠন করার লক্ষ্যে এই অভিযান যাতে প্রাক্তন সেনাকর্মীরা সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন।

অভিযানের সময়ে ডিজি রিসেটলমেন্ট, মেজর জেনারেল ভিকে সিং, প্রাক্তন সেনাকর্মীদের বিভিন্ন পুনর্বাসন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানান। তিনি প্রাক্তনদের উদ্যোগপতি হিসেবে কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

দার্জিলিং এবং সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জেলাগুলি থেকে বহু প্রাক্তন সেনাকর্মী 'সমাধান অভিযান'-এ উপস্থিত হন এবং স্পর্শ অবসর ভাতা, স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়।

৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত প্যাভিলিয়নের সূচনা হয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফ্রান্সে আয়োজিত ৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত এবার বেশ কিছু অসাধারণ মনোনয়ন পেয়েছে। ফ্রান্সে ৭৭তম চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত প্যাভিলিয়নের সূচনা হয়েছে। এই প্যাভিলিয়ন চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে ভারতের মজবুত ঐতিহ্য তুলে ধরার এক অন্যতম স্থান। এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে ভারত নিজের স্থান উপস্থাপনা করে। এবারের এই ভারত প্যাভিলিয়নের সূচনা করেন ফ্রান্সে নিযুক্ত ভারতীয় দূত শ্রী জাভেদ আসরফ এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু। এছাড়াও, চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় চলচ্চিত্র ও ভিডিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতী থোলোয়ানা রোজ নিচেকে কান চলচ্চিত্র উৎসবের চলচ্চিত্র বিভাগের নির্দেশক শ্রী ক্রিষ্টিয়ান জেউনে এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা রিচি মেহতা অন্যান্যদের সঙ্গে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রী সঞ্জয় জাজু বলেন, "এবছরের কান চলচ্চিত্র উৎসবে সরকারিভাবে বেশ কিছু বিভাগে নির্বাচিত হয়ে আনন্দিত। ভারত প্যাভিলিয়নে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে তুলে ধরতে এক বিশেষ হাব হিসেবে কাজ করবে। ভারতের দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তর যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী আমরা। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রগুলি সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিচরণ বাড়াতে সাহায্য করবে"। জাভেদ আসরফ বলেন, ভারত ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এর অন্যতম কারণ হ'ল-ভারতের দার্শনিক ধ্যানধারণা ও চিন্তাভাবনা। এইসব কিছু আমাদের জন্য, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

রিচি মেহতা বলেন, ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্য এই অনুষ্ঠান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্যও। কারণ, এই চলচ্চিত্র উৎসব না থাকলে তার চলচ্চিত্র জগতে ভবিষ্যৎ তৈরি হত না। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত বলেও জানান। জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, গোয়া এবং মহারাষ্ট্রের মতো অনেক রাজ্য এবার কান চলচ্চিত্র বাজারে

এরপর ৩ পাতায়

বাংলার মেয়ে শর্বণী

১১ তম স্থান অর্জন করে জজ হলেন

জগদীশ যাদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলার মেয়েরা অন্য কোথাও কম নয়। এমনই একটি নাম শরবাণী ঘোষাল। বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় ১১ তম স্থান অর্জন করে জজ হলেন শর্বণী ঘোষাল। শরবানী উক্ত সেবা পরীক্ষায় ১১ তম স্থান অর্জন করে একটি অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। চির শান্ত বাংলার এই কন্যার কৃতিত্ব উদযাপন করা হচ্ছে এবং অভিনন্দনও পাচ্ছেন তিনি। অসংরক্ষিত বিভাগে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি এই অবস্থান অর্জন করেছেন। হাওড়ার বালির বাসিন্দা শরবাণী ঘোষাল তার ছোটবেলা থেকেই বিচার বিভাগের সেবা করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ জন্য তাকে দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং প্রতিদিন ১৬ ঘণ্টার বেশি সময় ব্যয় করতেন তার লক্ষ্য বা স্বপ্নের দিকে। শরবানী পথে অনেক বাধার সম্মুখীন হলেও সে সব বাধা ভেঙ্গেছে। শরবানীর বাবা-মা, সুমন্ত ঘোষাল চৌধুরী এবং সোমা ঘোষাল চৌধুরী এই সাফল্যে গর্বিত এবং খুশি। তবে শরবানীর এই সাফল্য আজ অনেকের কাছে বিশেষ অনুপ্রেরণা।

শিল্পের সম্ভাবনাকে হাতিয়ার করেই ফের মাঠে নেমেছে বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশের গোপালনগর, বেড়াবেড়ি, বাজেমেলিয়া, খাসেরভেড়ির একরের পর একর পড়ে থাকা জমির মধ্যেই আজও নির্বাচন-প্রশ্নের হাওয়া ওঠে নিরন্তর! ভোট আবহে বারবার উঠে আসে শিল্পায়নের কথাও। আর সেই শিল্পের সম্ভাবনাকে হাতিয়ার করেই ফের মাঠে নেমেছে বিজেপি। হুগলির বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের ভোটপ্রচারে উঠে আসছে, আগে না হলেও এবার!উল্লেখ্য, ২০০৬ সালের ১৮ মে সিঙ্গুরে ছোট গাড়ি তৈরির প্রকল্প ঘোষণা করেন রতন টাটা। ২৫ মে থেকে ৯৯৭ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। তার নেতৃত্বে ছিল বিরোধী তৃণমূল। সিঙ্গুরের 'অনিচ্ছুক' কৃষকদের জমি ফেরানোর দাবিতে ২৬ দিন ধর্মতলায় অনশন-অবস্থান করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ফের ২৪ আগস্ট থেকে টানা ১৫ দিন দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ধারে অবস্থান করেন মমতা। ৩ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুরে কারখানা নির্মাণের কাজ স্থগিত করে 'টাটা মোটরস' । ৩ অক্টোবর সিঙ্গুর থেকে প্রকল্প সরানোর কথা ঘোষণা করেন টাটা গোষ্ঠীর কর্ণধার। ৭ অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে জানানো হয়, ন্যানো কারখানার পরবর্তী গন্তব্য নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাতের সানন্দে।তিনি বলছেন, "শিল্পায়ন করতেই হবে, রাজ্যের যুবকদের কাজ দিতে প্রয়োজন শিল্পায়ন।" গত ৫ বছরে রাজ্য সরকারের 'অসহযোগিতা'র অভিযোগে ভর করে, অভিনেত্রী-সাংসদের দাবি, "দেখবেন এই সিঙ্গুরেই শিল্প হবে। পড়ে থাকা জমিতে আলোচনার মাধ্যমে ফের শিল্পায়ন দেখবেন সাধারণ মানুষ।" শুধু তাই-ই নয়, প্রচার-পথে লকেট বলছেন, "সিঙ্গুরে শিল্প আনবেন নরেন্দ্র মোদিজি। রাজ্যে বিজেপি ৩০ লোকসভা আসন জিতবে, ২০২৬ পর্যন্ত মমতার সরকার থাকবে না হয়তো, তখন সেই টাটাকেই সিঙ্গুরে ফেরাবেন প্রধানমন্ত্রী।"

যদিও লকট-উবাচে প্রশ্নও উঠেছে একাধিক। বিজেপির মূল প্রতিপক্ষ তৃণমূল বলছে, এতদিন কী করেছেন লকেট, কোথায় ছিলেন তিনি? কেন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকলেও লকেট চেষ্টাই করেননি! পালটা বিজেপি সাংসদের সময়ে 'অনুন্নয়ন' খোঁচাও দিয়েছেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ।যদিও লকেটের আশ্বাসে-বিশ্বাসে চিঁড়ে ভিজবে কি ভিজবে না, এই প্রশ্নের মধ্যেই সিঙ্গুরের জনতা বলছেন, শিল্প হলে এই অঞ্চলের ভোল বদল হতো, বহু কিছু পরিবর্তন হত। ঘাসজমিতে ধ্বংসাবশেষ দেখতে হত না, কিন্তু জমি অধিগ্রহণেও যে বহু মানুষের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল, একথাও মানছেন অনেকেই।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস নেই,

ভোটের ফলপ্রকাশের পর ডিগবাজি খেতে পারেন: অধীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস নেই। ভোটের ফলপ্রকাশের পর ডিগবাজি খেতে পারেন। তৃণমূল নেত্রীকে বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই ঠেস মারলেন বিদায়ী লোকসভার বিরোধী দলনেতা, রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।সুতরাং, মেরেকেটে কয়েকটি আসনে জেতার সম্ভাবনা থাকলেও শারদ পাওয়ারকে তুলে ধরার চেষ্টা হতে পারে। সেই প্রস্তাব তুলতে পারেন খোদ মমতাই। কিন্তু, ধুরন্ধর রাজনীতিক পাওয়ার নড়বড়ে জোট সরকারের দায়িত্ব নেবেন কিনা সে ব্যাপারেও অনেকের সন্দেহ আছে। সেখানে মমতাও বিধানসভা ভোটের মাত্র ২ বছর আগে সরকার গঠনের ঝুঁকি নেবেন কিনা সেটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অনেকের বিশ্বাস, সম্ভবত দূর রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই তৃণমূল নেত্রী বাইরে থেকে সমর্থনের কথা বলেছেন। যা বিশ্বাস করতে নারাজ অধীর চৌধুরী।বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীরের দাবি, লোকসভা ভোটের ফলে যদি বিজেপি অনেক আসন পায়, তাহলে মমতা পালটি খেয়ে ওদেরও সমর্থন করতে পারেন।

গতকাল, বুধবারই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম রূপকার মমতা হুগলিতে এক ভাষণে বলেছিলেন যে, ইন্ডিয়া জোটকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে তৃণমূল। এরই জবাবে অধীর বলেন, তিনি মমতাকে বিশ্বাস করেন না। উনি বাংলায় জোট ভেঙে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই এনডিএ-কে সমর্থনের লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন।

আগামী সোমবার, ২০ মে লোকসভার পঞ্চম দফার ভোটের ঠিক মুখে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাওয়ায় ফাটল যেন দীর্ঘতর হচ্ছে। তবে অধীর এও বলেন যে, মমতার এই কথাতেই প্রমাণ হয় যে, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটই ক্ষমতায় আসছে।

সংবাদ সংস্থাকে এক সাক্ষাৎকারে অধীর বলেন, বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য কংগ্রেসকে ধ্বংস করা। ওরা বলে বেড়াচ্ছে কংগ্রেস ৪০টির বেশি আসনে জিততে পারবে না। কিন্তু, মমতার কথায় একটা বিষয় পরিষ্কার যে, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোটই ক্ষমতায় আসছে।

ইন্ডিয়া জোট গঠনের সময় প্রথম থেকেই আম আদমি পার্টির নেতা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন বণ্টনের বিষয়ে আলোচনা চাইছিলেন। কিন্তু, দীর্ঘ অপেক্ষার পর কংগ্রেস ও বামেদের সঙ্গে

আলোচনা না করেই রাজ্যের ৪২টি আসনের প্রার্থী ঘোষণা করে দেন। ফলে, অঙ্কুরেই যদিও পাঞ্জাব ও দিল্লিতে জোট সম্ভাবনা জলে যায়।

এরপর ৩ পাতায়

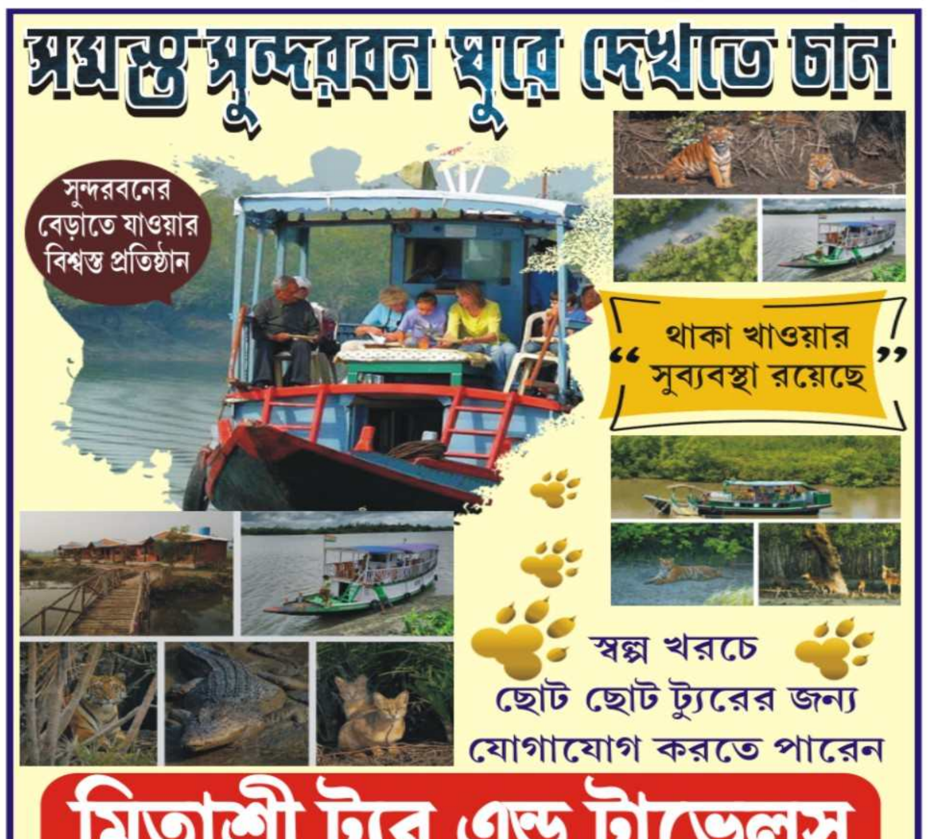

কলকাতা মেট্রোর ক্রমবিবর্তন

তুলে ধরবে বিআইটিএম

কলকাতা, ১৬ মে, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : মেট্রো রেল কলকাতার অন্যতম জীবনরেখা। ভারতের প্রাচীনতম এই মেট্রো পরিষেবা ক্রমাগত তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলেছে। সম্প্রতি দেশের প্রথম নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো রেল পরিষেবা শুরু হয়েছে কলকাতাতে। শহরের সবচেয়ে সহজ ও ব্যয়সাশ্রয়ী যাতায়াতের মাধ্যম মেট্রো রেল। বর্তমানে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত এই পরিষেবা বিস্তৃত হয়েছে। এরফলে, হাওড়া ও সংলগ্ন জেলাগুলির জনগণ সহজেই যাতায়াত করতে পারছেন। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কলকাতা মেট্রো রেলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর, একে মান্যতা দিতেই বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম (বিআইটিএম) কলকাতা মেট্রোর এই ক্রমাগত পরিবর্তনকে একটি গ্যালারিতে প্রদর্শন করবে। আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা এক্সপো-র অঙ্গ হিসেবে ১৮ মে এর সূচনা হবে। দর্শকরা কলকাতায় নদীর নীচে এই মেট্রো ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখতে পারবেন। থ্রি-ডি মডেলটি দেখাবে কিভাবে নদীর নীচ দিয়ে মেট্রো যাতায়াত করে। অন্য একটি থ্রি-ডি মডেলের মাধ্যমে দেখানো হবে ভূগর্ভস্থ মেট্রো স্টেশন ও মাটির উপরে মেট্রো স্টেশনগুলির বিভিন্ন স্তর। দর্শকরা কলকাতা মেট্রোর পুরনো টিকিট, টোকেন এবং স্মার্ট কার্ডও এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাবেন। বিআইটিএম এর নির্দেশক শ্রী এস চৌধুরী সবরকম সহায়তার জন্য মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, চিত্র গ্রাহক এবং প্রদর্শনীতে যাঁরা ছবি দেবেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আগামী দিনে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু, গবেষক সহ মেট্রো রেলের যাত্রীরা এই গ্যালারি থেকে অনেক কিছু জানতে পারবেন।

রেখা পাত্রকে ২০০০ টাকায় কেনা হয়েছিল!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত টাকায় বিক্রি হও প্রশ্ন করেন অভিজিৎ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতের এজলাস ছেড়ে এবার জনতার দরবারে হাজির হয়েছেন অভিজিৎ কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন জাস্টিস অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় । তমলুক কেন্দ্র থেকে তাঁকে দাঁড় করিয়েছে বিজেপি শিবির। রাজনীতির আঙিনায় পা রাখার পর থেকে একাধিকবার রাজ্যের শাসক দল এবং দলনেত্রীকে নিশানা করেছেন তিনি ।এই আবহে যখন উত্তাল রাজ্য রাজনীতি, তখন গতকাল হলদিয়ার সভা থেকে রেখার প্রসঙ্গ টেনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন অভিজিৎ। তমলুকের পদ্ম প্রার্থী বলেন, তোমার হাতে ৮ লাখ টাকা দিলে একখানা চাকরি দাও। ১০ লাখ গুঁজে দিলে আবার অন্য দেশে রেশন হাওয়া হয়ে যায়। এদেশে রেশন থাকেই না। তোমার দর ১০ লাখ কেন? কেয়া শেঠকে দিয়ে তুমি মুখে মেক আপ করাও বলে? রেখা গরিব মানুষ। লোকের বাড়ি কাজ করে। ও আমাদের প্রার্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রূপসী নন। সেই কারণেই তাঁকে ২০০০ টাকার বিনিময়ে কিনে নেওয়া যায়? একজন মহিলা হয়ে অন্য একজন মহিলা সম্বন্ধে এমন মন্তব্য কীভাবে করলেন ভাবতে পারি না!এবার ফের একবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন বিচারপতি।

লোকসভা ভোটের আবহে বৃহস্পতিবার কাঁথি এবং এগরায় সভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবা হলদিয়ায় সভা করেন অভিজিৎ। সেই সভা থেকে সন্দেশখালি কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল নেত্রীকে কার্যত তুলোধোনা করেন বিজেপি প্রার্থী। রেখা পাত্রকে ২০০০ টাকায় কেনা হয়েছিল! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুমি কত টাকায় বিক্রি হও? প্রশ্ন করেন তিনি।

সন্দেশখালি কাণ্ড নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। গত কয়েকদিনে একাধিক ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর সেই ঘটনায় যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা। বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের (Rekha Patra) নামও জড়িয়েছে। ওই সকল ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি বাংলা হান্ট। তবে এর মধ্যে একটি ভিডিওয় একজন ব্যক্তিকে বলতে শোনা যাচ্ছিল, ২০০০ টাকার বদলে রেখা ধর্ষণের অভিযোগ এনেছেন।

এই ঘটনার পর স্থানীয় এক ব্যক্তি সন্দেশখালির বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল এবং রেখা পাত্রের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন রেখাও। তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ ঠিক কতগুলি মামলা করেছেন তার তালিকা চেয়েছেন বিজেপি প্রার্থী।

অভিজিতের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার যেমন বলেছেন, অনার একবার নিজেকে আয়নার সামনে দাঁড় করানো উচিত। হাই কোর্টের বিচারপতির আসন উনি কলঙ্কিত করেছেন। বিচারপতির আসনে বসে উনি শুভেন্দু অধিকারীর থেকে টাকা নিয়েছেন। সেই অনুযায়ী রায় দিয়েছেন। আজ এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। উনি নিজেই বলেছিলেন, বিচারপতি পদে থাকাকালীন বিজেপির সঙ্গে নেগোশিয়েট করেছিলাম। কী সেই নেগোশিয়েশন? নিজের আসন কীভাবে বিজেপির কাছে বিক্রি করেছিলেন সেটা জানা দরকার।

১-ম পাতার পর

আমি না থাকলে দিঘা-তমলুক কিছুই হত না: মমতা

প্রচারে গেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের হয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেই নন্দীগ্রামের ভোট প্রসঙ্গ টেনে মমতা বলেন, "আমার সঙ্গে প্রতারণা হয়েছে। রিগিং করা হয়েছে। সেদিন ডিএম বদলানো হয়েছিল, লোডশেডিং করেছিল জিতেছিল। আজ নয় কাল, এর বদলা নেবই আমি। চিরকাল বিজেপি থাকবে না। তাই বদলা নিয়েই ছাড়ব।" নির্বাচন কমিশনকেও আক্রমণ করেছেন মমতা। সাফ বলেছেন, বিজেপি তাঁদের সাহায্যেই ডিএম-এসপি, আইসি সব বদলে দিয়েছিল। পরে লোডশেডিং করে ফল পাল্টানো হয়েছিল ।নন্দীগ্রাম নিয়ে কথা বলার সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কারও নাম নেননি। তবে হাবেভাবে বুঝিয়ে দেন তিনি কাকে নিশানা করছেন। কারণ তৃণমূল নেত্রী বলেন, "চিরকাল ইডি-সিবিআই কোলে রাখবে না। এনআইএ, ইনকাম ট্যাক্সও পাশে থাকবে না। বদলা হবেই। কীভাবে বদলা নেব তা আগামী দিন পথ দেখাবে।"

তমলুকের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে অনেকবারই নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী এবং শিশির অধিকারীকে 'গদ্দার' বলে সম্বোধন করেন মমতা। নিজেদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এখন সেগুলি বাঁচাতে বিজেপির কাছে গেছে তাঁরা, এমনই দাবি করেন তিনি। মমতার সংযোজন, "আমি না থাকলে দিঘা-তমলুক কিছুই হত না। এতদিন তো বাপ-ব্যাটা ছিল, কোন কাজটা করেছে ১০ বছর?" পরোক্ষে শুভেন্দুকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে মমতা বলেন, "যতদিন আমাদের মন্ত্রী ছিল যা পেরেছে তা করে খেয়েছে। লুটে নিয়েছে। আমি খাতা খুলছি না, জনগন দেখবেন।"

২ পাতার পর

৭৭তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত প্যাভিলিয়নের সূচনা হয়েছে

ভারতকে উপস্থাপনা করছে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের শুটিং -এর জন্য বিদেশি প্রযোজক ও নির্দেশকদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতে দৃশ্যায়ন হয়েছে এমন ৩টি ছবি এবারের উৎসবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনোনয়ন পেয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে এই প্রথম অংশ নিচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীর। ভূস্বর্গ হিসেবে পরিচিত উপত্যকায় আন্তর্জাতিক চলচিচত্র সংস্থাগুলিকে শুটিং এর জন্য আকর্ষিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এক্ষেত্রে সাড়াও মিলেছে। ভারত প্যাভিলিয়ন ভারতের চলচ্চিত্র জগতের বৈচির্ত্যময় রূপরেখা তুলে ধরার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

১-ম পাতার পর

পঞ্চম দফা ভোটের আগে আবারও তপ্ত বঙ্গ

হওয়া যুবকের নাম অভিজিৎ রায় (৪০)। গোসাবা উদ্ধার হওয়ার যুবকের নাম তাপস বৈদ্য (৪২)।

মন্তেশ্বরে ১৬৮ নম্বর বুথের বিজেপি বুথ এজেন্টের নাম অভিজিৎ রায়। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মাটির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থা ফেলা ছিল দেহ। এই ঘটনায় বিজেপির তরফে তৃণমূলের দিকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। বিজেপির অভিযোগ, ভোটের আগের দিন অভিজিৎ রায়কে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। ভোটের পর এলাকায় বিজেপি জিতছে, তা বুঝতে পেরেই পরিকল্পনা করে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ।বিজেপি নেতা বলেন, "আমরা একশো শতাংশ নিশ্চিত, এটা তৃণমূল খুন করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তোতা খান, সাবির খান একদিন আগেও অভিজিৎকে হুমকি দিয়েছে। এবারের ভোটে মানুষ ভোটটা দিতে পেরেছে। ওরা নিশ্চিত বুঝে গিয়েছে হারছে। তাই খুন।"

অন্যদিকে, গোসাবা বিধানসভা এলাকার লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিখালির বাসিন্দা তাপস বৈদ্য। তিনি এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলেই পরিচিত। এলাকাতেই তাপসের একটা চায়ের দোকান রয়েছে। পরিবারের দাবি, বুধবার রাতে তাপস বাড়িতে ফেরেননি। পরিবারের তরফ থেকে গ্রামের একাধিক জায়গায় খোঁজ করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে থানায় বিষয়টি জানানোও হয়। তারপরই মৃতদেহটি গাছে ঝুলতে দেখা যায়। অভিযোগ, তাপসকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত দুটো ক্ষেত্রেই তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

১-ম পাতার পর

ভোটের মধ্যে দলের কাউন্সিলরের বাড়িতে আয়কর হানা

এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শুধু মিতালির বাড়ি নয়, আনন্দপুর, আলিপুর-সহ কলকাতার মোট ১০টি জায়গায় আয়কর কর্তারা হানা দিয়েছেন বলে খবর। একটি বিজ্ঞাপন সংস্থাকে কেন্দ্র করেই এই তল্লাশি অভিযান চলছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে মিতালির যোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

সন্দেশখালি নিয়ে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের আবেদনে

সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট

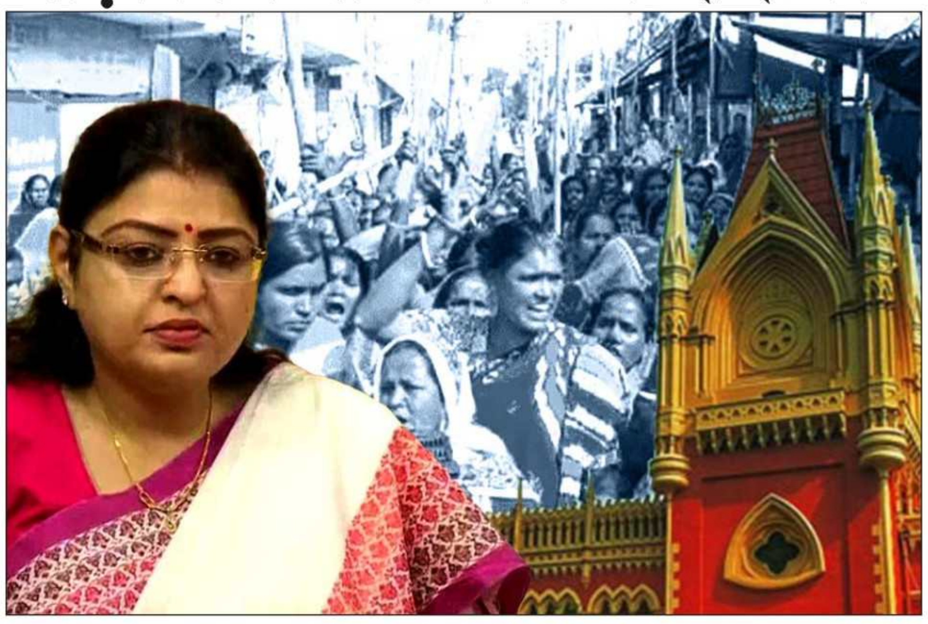

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের আবেদনে সাড়া দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের বক্তব্য ছিল, কিছু লোক সন্দেশখালিতে ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের উপর অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিচ্ছে। মহিলারা রাস্তায় নেমেছেন, রাত জেগে একসঙ্গে পাহারা দিচ্ছেন ।উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে সন্দেশখালির পরিস্থিতি একের পর এক মোড় নিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠে এসেছে। উদ্ভূত সেই পরিস্থিতির মাঝেই রাতে গ্রামের মহিলাদের ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছিল। একেবারে রাত-পাহারায় বসে পড়েছিলেন মহিলারা। গতকাল প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল নিজে সন্দেশখালিতে গিয়েছিলেন সেখানকার গ্রামবাসী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে ।এই চাপ দেওয়ার ঘটনা পুলিশ করছে, না কোনও রাজনৈতিক কর্মী করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। রাস্তায় কোনও আলো নেই। সিসিটিভিও ঠিকভাবে কাজ করছে না। এমন অবস্থায় সন্দেশখালির এই উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল।

সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল। এই মামলার যাতে দ্রুত শুনানি হয়, সেই আবেদন জানান তিনি। কিন্তু হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, যেহেতু বর্তমানে সিবিআই তদন্ত করছে, তাই বিষয়টি নিয়ে সিবিআইয়ের কাছেই আবেদন জানাতে হবে। আদালত আপাতত এই ব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

২ পাতার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস নেই, ভোটের ফলপ্রকাশের পর ডিগবাজি খেতে পারেন: অধীর

কংগ্রেস-আপের আসন সমঝোতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। আচমকা বুধবার মমতার ওই বক্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। অনেকের ধারণা, কংগ্রেস যদি সত্যিই কম আসন পায়, তাহলে জোটের চালিকাশক্তি আর তাদের হাতে থাকবে না। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিতে পারে তারা। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা চলায় এবং বর্তমানে জেল হেফাজতে (আপাতত জামিনে মুক্ত) থাকায় এই তালিকা থেকে তিনিও বাদ।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০২৪ জারি করার পর

প্রথম দফায় নাগরিকত্বের শংসাপত্র প্রদান করা হল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০২৪ জারি করার পর প্রথম দফায় নাগরিকত্বের শংসাপত্র প্রদান করা হল। নতুন দিল্লিতে আজ আবেদনকারীদের কয়েকজনের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রী অজয় কুমার ভাল্লা। আবেদনকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করেন। এই আলাপচারিতায় ডাক বিভাগের সচিব, গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা, দেশের রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং পদস্থ সরকারি আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১৩৩ সংখ্যা ১৭ মে, ২০২৪ শুক্রবার ০৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের আধিপত্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

বিবাহ হলেও বশিষ্ঠপন্থী কুশধ্বজের কন্যাদ্বয় মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নর বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। এর ফলে বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিশ্বামিত্রের হটে যাওয়া। হটে যাওয়া এখানেই শেষ নয়, শুরু।

বশিষ্ঠকে পঙ্গা! ভরতপন্থী বশিষ্ঠের পরাজয় হলে তো এতদিনের প্রয়াস সব ব্যর্থ হয়ে যাবে! বিশ্বামিত্র যদি একটিবার রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যায় পৌঁছে যেতে পারে তাহলে তো সব চক্রান্তে জল পড়ে যাবে। ভরতদের অযোধ্যায় এনে বিবাহ দিয়ে বশিষ্ঠ অনেকটাই সফল। এতটা এসে মাঝপথে নৌকা উল্টে যাবে! অযোধ্যা পথে রওনা দেওয়ার সময় বিশ্বামিত্র হঠাৎই অন্তর্ধান হলেন। যাত্রার প্রাক্কালে বশিষ্ঠকে ন্যূনতম সৌজন্য পর্যন্ত দেখাননি বিশ্বামিত্র। রামায়ণকার জানালেন-"পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণপূর্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।" যিনি এত উদ্যোগ করে এত কিছু করলেন তাঁর হঠাৎ বৈরাগ এলো কেন? রহস্য কী? বশিষ্ঠ-যুধাজিৎ-ভরতের থ্রেড? কী এমন ভয়ংকর পরিণতি ঘটে গিয়েছিল যে, বিশ্বামিত্রকে অন্তর্হিত হতে হল? গোটা রামায়ণে বিশ্বামিত্র আর ফিরে আসেননি। এমনকি রাম যখন রাজা হয়ে ব্রাহ্মণ পরিবৃত্য সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরা যখন রামের রাজসভা অলংকৃত করে আছেন, তখনও বিশ্বামিত্র নেই। রামও বিশ্বামিত্রের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি। রাম-সীতার বিবাহের মুখ্য যোগাযোগকারী বিশ্বামিত্র পরিশেষে মহাকাব্যে উপেক্ষিত হলেন কেন? এ ঘটনা কি রামচন্দ্রের অকৃতজ্ঞতাই প্রকটিত হয়নি! রাজনীতিতে সব সম্ভব।

বশিষ্ঠ জানতেন, অতি সত্বর অযোধ্যায় ক্ষমতা হস্তান্তর হবে, এসময় বিশ্বামিত্রের উপস্থিতি মোটেই সুখকর হবে না। একথা নিশ্চিত, কোনোভাবে বিশ্বামিত্র অযোধায় পৌঁছোতে পারলে তাঁর প্রভাব খাঁটিয়ে দশরথের মৌনতাকে সরিয়ে দিয়ে রামের বনবাসে স্থগিত ঘটিয়ে রাজ্যভার রামের হাতে তুলে দিতেন। কারোর কিছু বলার থাকত। কারণ প্রথা অনুযায়ী রামই যোগ্যতম এবং প্রধান দাবিদার। এর ফলে দশরথের অকাল মৃত্যু হত না, সীতা অপহরণ ও সতীত্বহানি হত না, বালীর অনর্থক মৃত্যু ও সুগ্রীবের রাজ্যলাভ এবং বউদি-ভোগ হত না, রাম রাবণের বিধ্বংসী যুদ্ধও হত না, বিভীষণের রাজ্যলাভ ও বউদি-ভোগ হত না। সবচেয়ে বড়ো কথা ভরতের এ জন্মে আর রাজা হওয়া হত না। বশিষ্ঠও কোণঠাসা হয়ে পড়ত। বিশ্বামিত্র অযোধ্যা ফিরলে অযোধ্যার যা পরিস্থিতি ছিল, তাতে রামায়ণ না-হয়ে আর-একটা মহাভারত হয়ে যেত। আরও একটি ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মহাকাব্য রচিত হত। কারণ বশিষ্ঠ-ভরত-কেকয়-যুধাজিৎ-কৈকেয়ী বিনাযুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেন না। ফলে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সংঘটিত হত এবং সেই যুদ্ধে রাম অবশ্যই জয়লাভ করতেন।

মিথিলায় বিশ্বামিত্রের অন্তর্ধানের ফলে সে ঘটনা ঘটতে পারেনি। ঠিক ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে বিশ্বামিত্রের অন্তর্ধান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধানের ঘটনাটা মনে পড়িয়ে দেয়। নেতাজিও অন্তর্হিত হয়েছিলেন ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রায় প্রাক্কালেই। নেতাজির প্রতিপক্ষ তখন নেহরু, গান্ধি, জিন্নাহ। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান কে হতেন, যদি নেতাজির অন্তর্ধান না-হতেন? দেশভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্মও হয়তো সম্ভব হত না।

বশিষ্ঠ : বশিষ্ঠ মুনিকে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, বিভিন্ন পুরাণে সর্বত্র বিচরণ করতে দেখা যায়। যুগ থেকে যুগান্তরে এইসব মুনিঋষিদের যেন বয়সের কোনো গাছপাথর নেই। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য যে কতটা তীব্র ছিল, তা মুনিঋষিদের দৌরাত্ম্য দেখেই অনুধাবন করা যায়। এতটাই দৌরাত্ম্য যে, কখনো কখনো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্ষত্রিয়রাও পুতুলে পরিণত হয়ে যায়। বাল্মীকি রামায়ণেও তিনি সক্রিয় অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছেন।

বশিষ্ঠ মিত্রাবরুণের পুত্র, তাই বশিষ্ঠের অন্য নাম মৈত্রাবরুণি। অথর্ববেদের আধার মহর্ষি বশিষ্ঠ ছিলেন সূর্যবংশীয় অযোধ্যা-রাজগণের কুলগুরু। হরিবংশ মতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। পুরাণান্তরে ইনি আবার সপ্তর্ষিগণের মধ্যেও একজন। জানা যায়, বশিষ্ঠের সহযোগিতায় অভিশাপে রাক্ষসযোনিপ্রাপ্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা সৌদাস শাপমুক্ত হন। কোথাও উল্লেখ আছে, রামচন্দ্রের কাছে যে রামায়ণ কীর্তন করেন, তা 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' বলে খ্যাত।

বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায়রাজর্ষি নিমি একবার দীর্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বশিষ্ঠকে পুরোহিতরূপে বরণ করেন। কিন্তু তার আগেই বশিষ্ঠ ইন্দ্রের এক যজ্ঞে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন বলে নিমিকে অপেক্ষা করতে বলেন। বলেনুইন্দ্রের যজ্ঞকার্য সম্পন্ন হলেই নিমির যজ্ঞে নিযুক্ত হবেন। বহু বছর বাদে ইন্দ্রের যজ্ঞ থেকে ফিরে এসে জানতে পান যে, নিমি ইতিমধ্যেই গৌতম মুনিকে দিয়ে যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করে নিয়েছেন। বশিষ্ঠ মুনি ক্রুদ্ধ হন। তারপর যা হয়ুতেড়ে অভিশাপু নিমির শরীর চেতনাবিহীন হবে। তবে নিমিই-বা ভড়কাবেন কেন! ক্ষত্রিয় বলে কথা, তিনিও একটা অভিশাপ ঠেলে দিলেন বশিষ্ঠের শরীরে, বললেনুবশিষ্ঠও চেতনাবিহীন হবেন। যেই বলা সেই কাজ! বশিষ্ঠ তখন অশরীরী হয়ে অন্য দেহ ধারণের জন্য ব্রহ্মার সাক্ষাতে যান। ব্রহ্মা যাতে একটি দেহ তাঁকে দান করেন, তাঁর জন্য প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা তখন তাঁকে মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে বলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণেই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিরোধের কাহিনি জানা যায়। বশিষ্ঠ মুনি রাজা হরিশ্চন্দ্রেরও কুলপুরোহিত ছিলেন। মহাভারতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডাসত্বপ্রাপ্তি ও রাজ্যনাশ, স্ত্রী-পুত্র বিক্রয় ইত্যাদি ঘটনার জন্য বিশ্বামিত্রই দায়ী ছিলেন। এই সংবাদ জানতে পেরে বশিষ্ঠ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্রকে অভিশাপ দিয়ে বকপক্ষীতে পরিণত করেন। বিশ্বামিত্রও অভিশাপ দিয়ে বশিষ্ঠকেও অন্য এক পক্ষীতে পরিণত করে। তারপর শুরু হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ। অবশেষে ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় দুজনেই পূর্বদেহ ফিরিয়ে দিয়ে দুজনের মধ্যে আপাত শান্তি স্থাপন হয়।

বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, বশিষ্ঠ সূর্যবংশ তথা ইক্ষ্বাকুবংশের কুলপুরোহিত ছিলেন। দশরথের পুত্রদের জাতকর্মাদিতে পৌরোহিত্য করেন। বশিষ্ঠ মূলত ভরত-সমর্থক ও রামচন্দ্র বিরোধী ছিলেন। কুলপুরোহিত হলেও বশিষ্ঠ মুনিকে দশরথ বিশেষ পছন্দ করতেন বলে কোনো নমুনা পাই না। নমুনা যা পাই তা এরকম-রামের যখন ১৬ বছর বয়স, তখন দশরথের রাজসভায় বিশ্বামিত্র উপস্থিত হলে দশরথ তাঁকে মহাসম্মান প্রদর্শন করেন। এ ঘটনাটি যখন ঘটে তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজসভায় উপবিষ্ট ছিলেন। শত্রুকে বড়ো আসন দেওয়াটা বশিষ্ঠের কাছে সন্মানের ছিল না। বিশ্বামিত্রের প্রতি দশরথের যদি নিছক সম্মান প্রদর্শনও হয়, তবুও বিষয়টি সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, দশরথ কিন্তু কুলগুরু বশিষ্ঠের কাছে রামচন্দ্রকে দীক্ষিত করেননি, রামচন্দ্র দীক্ষিত হয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের কছে। রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ নয়। কিন্তু বশিষ্ঠ অনাহূত হয়ে অযোধ্যায় পৌঁছে ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন বশিষ্ঠপন্থী কুশধ্বজের কন্যাদের সঙ্গে। কিন্তু ভরতপন্থী বশিষ্ঠ এখানেই থেমে থাকবেন কেন? থেমে থাকলে তো নিজের লবির ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা দুষ্কর হয়ে যাবে! প্রাসাদ বিপ্লবের পিছনে যে বশিষ্ঠেরও হাত আছে! অতএব বিবাহের শেষে অযোধ্যায় ফেরার আগেই পথের কাঁটা বিশ্বামিত্রকে সরিয়ে দিতে বশিষ্ঠ সক্রিয় হলেন।

এরপর বশিষ্ঠ অযোধায় ফিরে এসে বিন্দুমাত্র সময় অতিবাহিত করেননি। অযোধ্যার রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে অতি দ্রুত কিছু ঘটনা ঘটে গেল। দশরথের কাছ থেকে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভের বর চেয়ে নিলেন কৈকেয়ী, যদিও দশরথ ভরতকে রাজা করতে নারাজ। দশরথকে গৃহবন্দি করলেন কৈকেয়ী, রাম লক্ষ্মণ-সীতা দণ্ডকারণ্যের গভীর জঙ্গলে চলে গেলেন, দশরথের অকালমৃত্যু হল, ভরত অযোধ্যার রাজা হলেন। বশিষ্ঠ জানতেন দশরথ ভরতকে ত্যাজপুত্র করেছেন এবং ভরতকে অযোধ্যার রাজা হওয়ার কোনো অনুমতিই দেননি, ক্ষমতা হস্তান্তর করেননি। তা সত্ত্বেও বশিষ্ঠ সমস্ত বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসিয়েছেন। দীর্ঘ ১৪ বছরের বেশি বশিষ্ঠের পৃষ্ঠপোষকতায় ভরত অযোধ্যায় রাজত্ব করে গেলেন। লঙ্কাযুদ্ধের শেষে সসৈন্যে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পৌঁছোলে ভরত ভীত হয়ে রামের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দেন। বশিষ্ঠও ভোল বদলে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০২৪ জারি করার পর প্রথম দফায় নাগরিকত্বের শংসাপত্র প্রদান করা হল

ভারত সরকার চলতি বছরের ১১ মার্চ, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, ২০২৪-এর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। এই আইনে নাগরিকত্বের জন্য আবেদনপত্র, জেলাস্তরে কমিটির মাধ্যমে সেই আবেদনগুলির প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি এবং রাজ্যস্তরে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির মাধ্যমে আবেদনগুলি খতিয়ে দেখে নাগরিকত্ব প্রদানের পদ্ধতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান থেকে হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যেসব মানুষজন ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে অথবা নিপীড়নের ভয়ে ভারতে পালিয়ে এসেছেন, তাঁরা এই আইন অনুসারে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

ডাক বিভাগের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট/সুপারিনটেনডেন্ট এর পৌরহিত্যে জেলাস্তরের কমিটিগুলিতে নথিপত্র যাচাইয়ের পর, আবেদনকারীদের আনুগত্যের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়। জেলাস্তরের কমিটি এর পর এই আবেদনগুলি রাজ্যস্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়। এই কমিটির নেতৃত্বে থাকেন জনগণনা সংক্রান্ত অধিকর্তা। আবেদনের প্রক্রিয়াকরণ সম্পূর্ণটাই হয় অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে।

দিল্লির জনগণনা সংক্রান্ত অধিকর্তার নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি সবকিছু খতিয়ে দেখার পর ১৪ জন আবেদনকারীকে নাগরিকত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অনুযায়ী জনগণনা সংক্রান্ত অধিকর্তা এই আবেদনকারীদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দেন।

সম্পাদকীয়

বাংলার উপর বিশেষ নজর দিয়েছে পদ্ম শিবির

টার্গটে আরও বড় ব্যবধানে জয়। লক্ষ্য ৪০০-র বেশি আসন। আর সেই টার্গেটি পূরণ করতে বাংলার উপর বিশেষ নজর দিয়েছে পদ্ম শিবির। বাংলায় ভোটের প্রচারে ঝড় তুলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহরা। এবার ফের একবার বঙ্গে ভোট ময়দানে ঝড় তুলতে আসছেন মোদী।ভোট পঞ্চমীতে নমোর প্রথম সভা পুরুলিয়াতে। তারপর তমলুকে বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে দ্বিতীয় সভা। তৃতীয় সভা ঝাড়গ্রামে। সেদিনই ঘাটাল বা মেদিনীপুরের কোনও একটি জায়গায় চতুর্থ সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। তার আগের দিন অর্থাৎ, রবিবারও এক জোড়া সভা করার কথা রয়েছে মোদীর। রবিবারের প্রথম সভাটি হওয়ার কথা রয়েছে বাঁকুড়ায় দলীয় প্রার্থী সুভাষ সরকারের সমর্থনে। দ্বিতীয় সভাটি করার কথা রয়েছে বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনের জন্য।

রবিবারের দুটি সভা শেষ করে রাজভবনে রাত্রিবাস করার কথা মোদীর, এখনও পর্যন্ত সূত্র মারফত তেমনই জানা যাচ্ছে। ষষ্ঠ দফায় (২৫ মে) ভোট রয়েছে এই লোকসভা আসনগুলিতে। তার আগে ষষ্ঠ দফার বঙ্গ ভোটের প্রায় সব আসনগুলিকেই ছুঁয়ে যাবেন মোদী। দু'দিনের ঠাসা কর্মসূচিতে পর পর ছয় সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে শুধু ভোট পঞ্চমীতেই রয়েছে চার সভা। আগামী সোমবার (২০ মে) পঞ্চম দফার ভোট রয়েছে। বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, শ্রীরামপুর, হুগলি, উলুবেড়িয়া ও আরামবাগ - বাংলার এই সাত আসনে ভোটগ্রহণ রয়েছে সেদিন। আর ওই দিনই বাংলার অপর চার প্রান্তে নির্বাচনী প্রচার সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ময়না কাণ্ডে মুখ পুড়লো রাজ্যের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত বছর মে মাসে ময়নায় খুন হয়েছিলেন গেরুয়া শিবিরের এক কর্মী। বিজেপির ময়নার বুথ সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়াকে পিটিয়ে, গুলি করে, বোমা মেরে খুনের অভিযোগ ওঠে। এবার সেই মামলাতেই এনআইএ তদন্তের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।হাই কোর্টের একক বেঞ্চের তরফ থেকে দেওয়া এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেছিল রাজ্য। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হল না। একক বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশই বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ।একক বেঞ্চ আগেই এই নির্দেশ দিয়েছিল। তাতে কোনও হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ।

গত বছরের এই হত্যা মামলা প্রথম হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাজশেখর মান্থার এজলাসে উঠেছিল। জাস্টিস মান্থা এই মামলায় প্রথমে এসডিপিও-কে তদন্তের নির্দেশ দেন। তবে পরে রাজ্য স্বীকার করে নেন যে সেখান থেকে বোমা উদ্ধার হয়েছিল। তবে পুলিশের যে চার্জশিট ছিল, সেখানে এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা ছিল না।

শুধু তাই নয়, পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযুক্তের নাম বাদ দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছিল। সম্পূর্ণ বিষয়ে বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন বিচারপতি। অন্যদিকে বোমা উদ্ধারের কথা প্রকাশ্যে আসার পর হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত ময়নার এই মামলায় এইআইএ-কে যুক্ত করার নির্দেশ দেন।

বৃহস্পতিবার হাই কোর্টে এই মামলার শুনানি ছিল। সেখানে একক বেঞ্চের নির্দেশে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ। হাই কোর্ট আজ জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই যেহেতু এনআইএ এই মামলায় তদন্ত শুরু করেছে, তাই আদালত আর সেখানে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবে না। অর্থাৎ ময়নায় বিজেপি কর্মী খুনের এই মামলার তদন্তভার এনআইএ-র হাতেই থাকবে।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

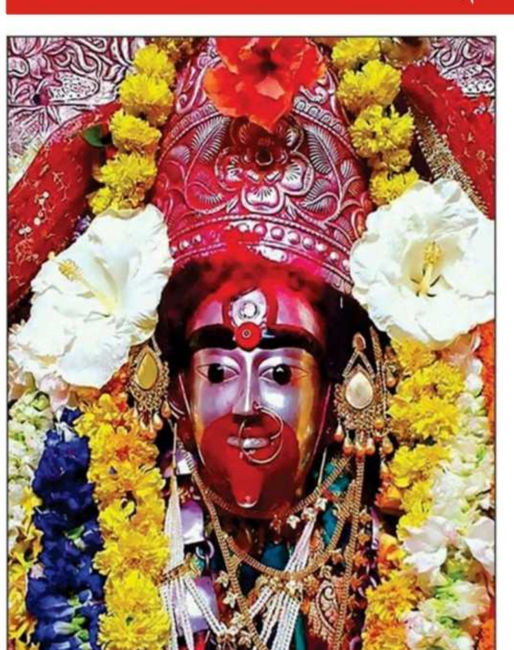

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবীর মুখ ছাড়া সারা অঙ্গ কাপড়ে আবৃত। আর অন্তরালে কষ্টিপাথরের শিবঠাকুর বর্তমান। রাত আটটার পর মহাকালী দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা মেলে। এছাড়াও মন্দির চত্বরেই রয়েছে বিষ্ণুর দুই পাষাণমূর্তি। তারা মন্দিরে ঈশানকোনের ছোট্ট মন্দিরে চন্দ্রচূড় শিব বর্তমান।এসব তথ্য আমি কোথা থেকে পেয়েছি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে,ছোটবেলা থেকে সব কিছুর পিছনে একটু অনুসন্ধান করার ইচ্ছা শক্তি আমার প্রবল আছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

'ওর যেন কোনও ক্ষতি না হয়', সালমানের নিরাপত্তা নিয়ে সোমি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের কুখ্যাত গ্যাংস্টারদের হিটলিস্টে আছেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান। একাধিকবার হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে অভিনেতাকে। সম্প্রতি গুলি চালানো হয়েছে তার বাসভবনেও। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন সালমান ভক্তরা। সালমানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন মুম্বাইয়ের প্রশাসনও। কড়া নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখা হয়েছে অভিনেতাকে। তবে এবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন এমন একজন, যিনি কিছুদিন আগেও সালমান খানের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ এনেছিলেন। বলছিলাম ভাইজানের পুরনো প্রেমিকা সোমি আলির কথা।

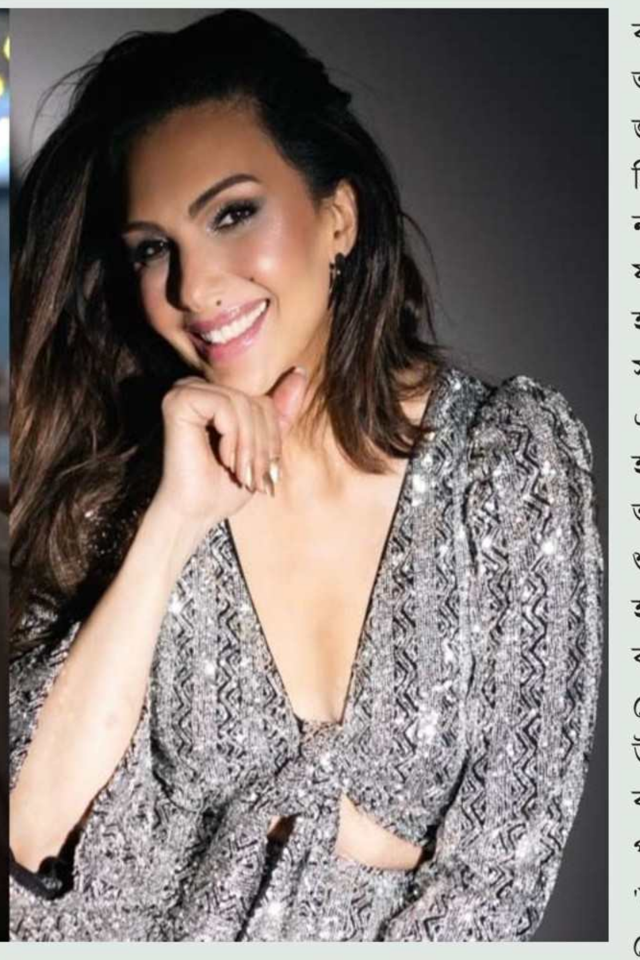

সালমান খানের প্রাক্তন প্রেমিকা সোমি আলি একাধিকবার মিডিয়ায় সালমান খান সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছিলেন। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সেই অভিযোগের কথা মিডিয়ায় প্রায়ই মনে করিয়ে দেন সোমি। তবে এবার আর অভিযোগ নয়, সালমানের জন্য নিজের চিন্তা প্রকাশ করতে দেখা গেল তাকে। সম্প্রতি সালমানের বাড়িতে গুলি চালানো নিয়ে কথা বলেছেন সোমি। তিনি বলেন, 'আমি বিষ্ণোই সম্প্রদায়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়টি ভুলে যান।'

হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন সোমি আলি বলেন, 'আমি কখনই চাই না যে তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যান। যে সময়ের মধ্যে দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, এটা উচিত নয়। কারও সঙ্গেই এমনটা হওয়া ঠিক নয়। আমি তার জন্য প্রার্থনা করি।'

তিনি আরও বলেন, 'ব্রেকআপের পর আমি বলিউড ছেড়ে ২৪ বছর বয়সে আমেরিকায় চলে আসি। এ বিষয়টা সবাই জানে এবং আমি বারবার এ বিষয়ে কথা বলতেও চাই না। তবে সালমানের সাথে যা হচ্ছে তা কারও সঙ্গে হওয়া উচিত নয়। সেটা সালমান হোক বা শাহরুখ এমনকী আমার প্রতিবেশী হলেও ঠিক নয়। যখন আমার মা এবং আমি এটা শুনেছিলাম, আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা প্রার্থনা করেছি যেন ওর যেন কোনও ক্ষতি না হয়।'

উল্লেখ্য, মাত্র ১৭ বছর বয়সে সালমানের প্রেমে পড়েছিলেন সোমি আলি। 'ম্যায়নে পেয়ার কিয়া' দেখার পর তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হন। নিজেই সালমানকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। এর এক বছর পর তাদের সম্পর্ক তৈরি হয়। তবে ধোঁকা দেওয়ার অভিযোগ তুলে সালমানের সঙ্গে প্রেমের ইতি টানেন সৌমি।

'ফাটাকেস্ট' মিঠুনকে ছেড়ে চলে যায় মেয়েটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক সময় মন ভেঙেছিল ভারতীয় অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর। হঠাৎই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন প্রেমিকা। সম্প্রতি এক রিয়্যালিটি শো-তে অতীতের কথা প্রকাশ্যে আনলেন তিনি।

বিখ্যাত হওয়ার আগে সিনেমার দুনিয়ায় জায়গা করে নিতে বেশ লড়াই করতে হয়েছিল অভিনেতাকে। আর সেই সময়েই মন ভেঙেছিল তার। রিয়্যালিটি শো-তে প্রেম ভাঙায় এক প্রতিযোগীর মনখারাপ ছিল। অভিনেতা সেই প্রসঙ্গেই বললেন, 'এ রকমই হয়েছিল আমার। প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। পাগল হয়ে গিয়েছিলাম রীতিমতো। তার পরে সেটাই হল। মেয়েটি ছেড়ে চলে গেল। তার পরে সময় বদলাল। আমি তারকা হলাম। তার পর আরও বড় তারকা হলাম।'

মিঠুন আরও বললেন, 'একদিন আমি বিমানযাত্রা করছি। সেই মেয়েটিও ছিল ওই বিমানে। কিন্তু ও আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছিল না। আমি উঠে ওর দিকে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন'। ও তখন তাকাল। মনে হল, ওর অনুতাপ হচ্ছে। আমি ওকে সহজ করার জন্য বললাম, 'তখন তুমি যা করেছিলে, ঠিক করেছিলে'।'

এটা শুনে মেয়েটি কিছুটা আস্বস্ত হয়েছিলেন বলে জানান মিঠুন। মেয়েটি বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, আমি ভুল করেছি। আমার ওটা তখন করা উচিত হয়নি।' উত্তরে মিঠুন বলেছিলেন, 'তুমি এ সব না করলে হয়তো এত বড় তারকাও তৈরি হত না।'

আলিয়া নন, রণবীরের স্ত্রী হিসেবে সোনমকেই চেয়েছিলেন কারিশমা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাটকে বিয়ে করেছেন অভিনেতা রণবীর কাপুর। একমাত্র কন্যাসন্তান রাহাকে নিয়ে সুখি পরিবার এই দম্পতির। ব্যক্তিজীবনে একাধিক সম্পর্কে জড়ানোর পরে আলিয়ার গলাতেই মালা দিয়েছেন রণবীর।

কিন্তু এই অভিনেতার স্ত্রী হিসেবে নাকি অন্য কাউকে পছন্দ ছিল বোন কারিশমা কাপুরের। সম্পর্কে কাজিন হন রণবীর-কারিশমা। অভিনেতার বড় বোন এই অভিনেত্রী। যে কারণে ভাইয়ের স্ত্রী হিসেবে এক তারকাকন্যাকে পছন্দ ছিল এই নায়িকার।

বলিপাড়া সূত্রে খবর, 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবির শুটিং চলাকালীন বন্ধুত্ব হয় রণবীর এবং আলিয়ার। সেই বন্ধুত্ব থেকে প্রেম। পাঁচ বছর সম্পর্কে থাকার পর ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে বিয়ে করেন দুই তারকা।

তবে রণবীরের বোন কারিশমা অবশ্য ভাইয়ের পাত্রী হিসাবে পছন্দ করেছিলেন বলিউডের অন্য এক অভিনেত্রীকে। সেই অভিনেত্রী তারকা-সন্তানও বটে।

২০০৭ সালে সঞ্জয় লীলা ভন্সালীর পরিচালনায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'সাওয়ারিয়া'। এই ছবি দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় রণবীরের। অভিনেতার সঙ্গে একই ছবি দিয়ে বলিউডে পা রাখেন অনিল কাপূরের কন্যা সোনম কাপুর। দুজনেরই প্রথম ছবি ছিল এটি।

বলিপাড়ার গুঞ্জন, 'সাওয়ারিয়া' ছবির শুটিং চলাকালীন সোনমের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন রণবীর। তবে তাদের সম্পর্কের স্থায়িত্ব বেশি দিন ছিল না। বিচ্ছেদের প্রায় এক দশক পর তাদের সম্পর্ক নিয়ে সোনমের মন্তব্যে আলোচনার ঝড় ওঠে।

২০১৭ সালে বলিউডের খ্যাতনামী নির্মাতা করণ জোহর সঞ্চালিত রিয়্যালিটি শোয়ে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনম। সেই অনুষ্ঠানে রণবীরের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সোনমকে প্রশ্ন করেছিলেন করণ। যে প্রশ্নের উত্তরে অভিনেত্রী বলেছিলেন, আমার মনে হয় রণবীরের বোন কারিশমা খুব চাইতেন যেন আমি ওই বাড়ির বউ হই।

বিচ্ছেদের পর রণবীরের সঙ্গে যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব রয়ে গেছে সেটা জানাতেও ভুলেননি সোনম। দুজনেই নাকি এখনও বেশ ভালো বন্ধু। যদিও ওই সাক্ষাৎকারের পরের বছরই আনন্দ অহুজার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন সোনম। ২০১৮ সালের মে মাসে চার হাত এক হয় সোনম এবং আনন্দের। ৪ বছর পর প্রথম সন্তানের মা হন এই নায়িকা। বর্তমানে স্বামী-সন্তান নিয়ে বেশ সুখেই আছেন তিনি।

আরিয়ানের জন্য যা করছেন শাহরুখ

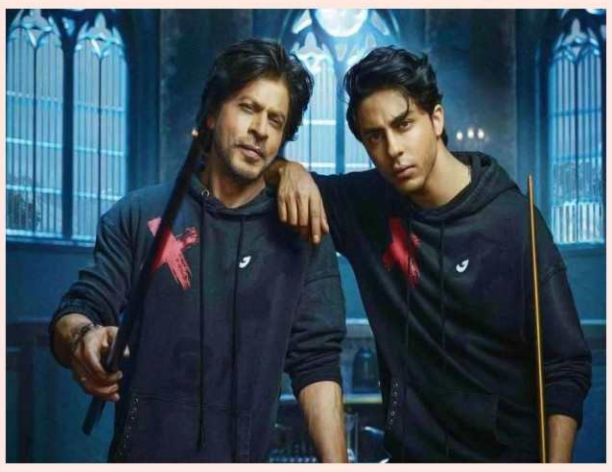

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এই ওয়েব সিরিজে ক্যামিও চরিত্রে একাধিক তারকা অভিনয় করেছেন। প্রথম থেকেই জল্পনা ছিল, আরিয়ানের সিরিজে কি দেখা যাবে শাহরুখ খানকে? অনেকেই মনে করছিলেন, ক্যামিও চরিত্রেই হয়তো তাকে দেখা যাবে। অবশেষে জানা গেছে, ছবিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করছেন তিনি।

কিন্তু পর্দায় তো সরাসরি দেখা যাবে না তাকে! তিনি অভিনয় করছেন না যে! তবে?

কিং খান রয়েছেন 'স্টারডম'-এর টেকনিক্যাল টিমে। জানা যাচ্ছে, আরিয়ান যেহেতু একেবারেই এই কাজে নতুন, তাই তাকে পরিচালনা করার জন্য সেট-এ বার বার আসেন তিনি। আরিয়ানকে নিয়মিত এই সিরিজ নিয়ে পরামর্শও দিচ্ছেন। ছেলের কাজ সহজ করে তোলার জন্যই সাহায্য করছেন বাবা শাহরুখ।

সন্তানরা যাতে তাদের কাজ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, তা নিয়ে বরাবরই খুব সচেতন শাহরুখ। মেয়ে সুহানা খানের 'আর্চিজ' মুক্তির সময়ও তার এই রূপ দেখা গেছে। যদিও এই ছবিতে অভিনয়ের জন্য বহু সমালোচনার শিকার হয়েছেন সুহানা। আর তাই ছেলের প্রথম কাজের ব্যাপারে আরও একটু বেশি সতর্ক তিনি। সিরিজে যাতে কোনও ভুল না থাকে, সেই দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন শাহরুখ।

আদালত কেন কারিনাকে নোটিস পাঠালো?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন বছর আগে মাতৃত্বকালীন অভিজ্ঞতা বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছিলেন কারিনা কাপুর খান। অভিনেত্রীর অনুরাগীরাও এই বই নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। এবার সেই বইয়ের জন্যই আইনি নোটিস পেলেন কারিনা।

কারিনার লেখা বইটির নাম 'কারিনা কাপুর খান'স প্রেগন্যান্সি বাইবেল: দ্য আলটিমেট ম্যানুয়াল ফর মমস টু বি'। বইয়ের শিরোনামে 'বাইবেল' শব্দটির ব্যবহারে আপত্তি জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের একজন সমাজকর্মী। তার অভিযোগের ভিত্তিতেই মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট সম্প্রতি বেবোকে আইনি নোটিস পাঠিয়েছে। বিচারপতি গুরপাল সিংহ অহলুওয়ালিয়ার সিঙ্গল বেঞ্চ কারিনা এবং তার বইটির প্রকাশকের বিরুদ্ধে নোটিস পাঠিয়েছে। কেন বাইটির শিরোনামে 'বাইবেল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, আদালত দু'পক্ষের কাছে তার নেপথ্য কারণ জানতে চেয়েছে।

অভিযোগকারীর পিটিশনে বলা হয়েছে, 'সারা পৃথিবীতে বাইবেল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র গ্রন্থ এবং তার সঙ্গে কারিনা কাপুর খানের মাতৃত্বকালীন অবস্থার তুলনা অযৌক্তিক।' পিটিশনে দাবি করা হয়েছে, বইটির 'সস্তা প্রচার'-এর স্বার্থেই কারিনা এ হেন নামকরণ করেছেন।

২০২১ সালে প্রকাশিত এই বইতে কারিনা তার মাতৃত্বকালীন অবস্থার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লিখেছেন। হবু মায়েদের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠার জন্যই তিনি এই বইটি লিখেছিলেন। সূত্রের খবর, অভিযোগকারী প্রথমে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করলে, তারপর তিনি নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হন। সেখানেও সুবিধা না পেয়ে তিনি অতিরিক্ত দায়রা আদালতে যান। কিন্তু আদালত তার অভিযোগের নেপথ্যে যথেষ্ট প্রমাণ পায়নি।

এখনও পর্যন্ত কারিনা এই নোটিস নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। আগামী ১ জুলাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

এন্ড্রিক কি পারবেন ব্রাজিলের ভার বইতে!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নেইমার যে কোপা আমেরিকা খেলতে পারবেন না, তা আরও ছয় মাস আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাজিল দলের চিকিৎসক রদ্রিগো লাসমার। কাতার বিশ্বকাপের সেরা গোলটি করা রিচার্লিসনও শুক্রবার ঘোষিত ব্রাজিলের কোপা দলে নেই। এমনকি আর্সেনাল ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল জেসুসও নেই। এসব তারকার অনুপস্থিতিতে ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়রের ২৩ জনের স্কোয়াডে চমক হলেন এন্ড্রিক। ১৭ বছরের এ ফরোয়ার্ড কি পারবেন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রত্যাশা মেটাতে! পালমেইরার্সের টিনএজ স্ট্রাইকার এন্ড্রিক অবশ্য এরই মধ্যে আগামীর তারকা হিসেবে পরিচিতি পেয়ে গেছেন। অমিত প্রতিভা দেখে ২০২২ সালের ১৫ অক্টোবর এন্ড্রিককে দলে ভিড়িয়ে ফেলে রিয়াল মাদ্রিদ। চুক্তি করলেও বয়সের বেড়াজালের কারণে এতদিন স্প্যানিশ জায়ান্টদের হয়ে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। আসছে জুলাইয়ে বয়স ১৮ হওয়ার পর সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে যোগ দেবেন তিনি। অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদে আসার আগেই তারকা খ্যাতি পেয়ে গেছেন এন্ড্রিক। ব্রাজিলের হয়ে চারটি ম্যাচও খেলে ফেলেছেন তিনি। এর মধ্যে গত ২৩ মার্চ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েম্বলিতে প্রথম আন্তর্জাতিক গোল করেন। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়সূচক গোলটি দিয়ে ভালোই আলোড়ন ফেলেছিলেন তিনি। ২১ ম্যাচ পর সেটি ছিল ওয়েম্বলিতে স্বাগতিকদের প্রথম হার। তিন দিন পর স্পেনের বিপক্ষে ৩-৩ ড্র হওয়া ম্যাচেও গোল করেছিলেন এন্ড্রিক। ব্রাজিলের কোপা দলে রিয়ালের দুই তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগো আছেন। রিয়ালের লা লিগা জয় ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ওঠার পেছনে এ দু'জনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু বিশ্বফুটবলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাওয়া এ তারকাকে ছাপিয়ে পাদপ্রদীপের আলোয় চলে এসেছেন এন্ড্রিক। সেন্টার ফরোয়ার্ড বলেই হয়তো তাঁর কাছে প্রত্যাশা বেশি। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই বিশ্বব্যাপী ব্রাজিলের কোটি কোটি সমর্থকের প্রত্যাশার চাপে না আবার ভেঙে পড়েন তিনি।

ভিনিসিয়ুসকে ব্যালন ডিঅরের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখা হচ্ছে। কিন্তু ব্রাজিল বস দরিভাল জুনিয়রই ভিনিকে একটু আড়ালে রাখতে চাচ্ছেন, 'আমরা কোনো একক তারকার ওপর নির্ভর করতে চাই না। দায়িত্ব ভাগ করে দিলে দল হিসেবে গড়া ওঠা সহজ হয়। এ রকম মানের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় পাওয়াটা অবশ্যই দারুণ বিষয়।'

ব্রাজিল দলে সেন্টার ফরোয়ার্ড আছেন আরও একজন, এফসি পোর্তোর ফরোয়ার্ড ইভানিলসন। প্রথমবারের মতো ব্রাজিল দলে ডাক পাওয়া ২৪ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ডকে চিত্তাকর্ষক খেলোয়াড় হিসেবে বর্ণনা করেছেন ব্রাজিলের কোচ। দারুণ ফর্মেও আছেন তিনি। চলতি মৌসুমে পোর্তোর হয়ে ৩৯ ম্যাচে ২৪ গোল করার পাশাপাশি পাঁচটি গোল করিয়েছেনও। এ ছাড়া জিরোনার হয়ে লা লিগায় দাপট দেখানোর পুরস্কার হিসেবে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন উইঙ্গার স্যাভিনহো।

আগামী মৌসুমে অনেক আনন্দ দেবেন, কথা দিলেন নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বার্সেলোনা ছেড়ে পিএসজি যোগ দেওয়ার পর থেকে ইনজুরি জর্জরিত নেইমার জুনিয়র। ইউরোপের ফুটবল ছেড়ে আল হিলালে যোগ দিলেও ইনজুরি তার পিছু ছাড়েনি। শেষ হতে যাওয়া মৌসুমের প্রায় পুরোটা মাঠের বাইরে ছিলেন তিনি। তাকে ছাড়াই অবশ্য লিগ শিরোপা জিতেছে আল হিলাল। সতীর্থদের সঙ্গে ওই শিরোপা উদযাপন করতে এসেছিলেন কোপা আমেরিকার ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়া নেইমার। সেখানে জানিয়েছেন, তিনি পুরোপুরি ফিট হওয়ার পথে আছেন। মাঠে ফিরতে এবং আগামী মৌসুমে ভক্তদের আনন্দ দিতে মুখিয়ে আছেন। নেইমার বলেন, 'অবশ্যই আমি খুব খুশি। শিরোপা জেতা সবসময়ই আনন্দের। সবচেয়ে ভালো হতো, সতীর্থদের সঙ্গে মাঠে থাকতে পারলে, তবে আমি আমার সতীর্থদের জন্য খুশি। আমি এখন ভালো আছি। মাঠে ফেরার জন্য তর সইছে না। এখানকার ভক্তরা অসাধারণ।'

সব ঠিক থাকলে ইনজুরি মুক্ত হয়ে জুলাইয়ে মাঠে ফিরতে পারবেন নেইমার। ৩২ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান তারকা বলেন, 'দূর্ভাগ্যজনকভাবে, চলতি মৌসুমে ভক্তদের আমি তাদের প্রত্যাশা মতো কোন আনন্দ দিতে পারিনি, কিন্তু কথা দিচ্ছি আগামী মৌসুমে আমরা একসঙ্গে অনেক আনন্দ করবো।'

আইপিএল: সবার আগে প্লে-অফে কলকাতা, বাকি ৩ দল কারা?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক জয় তুলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। এর মধ্য দিয়ে প্রথম দল হিসেবে শ্রেয়াস আইয়াররা আইপিএলের প্লেঅফ নিশ্চিত করে ফেলেছে। বৃষ্টির কারণে ম্যাচ নেমে আসে ১৬ ওভারে, আগে ব্যাট করতে নেমে নাইটরা ৭ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। জবাবে ৮ উইকেটে ১৩৯ তুলতে সক্ষম হয় হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বাই। ফলে ১৮ রানের জয়ে কলকাতা টেবিলের শীর্ষস্থান পাকাপোক্ত করল। এই জয়ে কলকাতা ১২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে এখনও সবার ওপরেই। ১১ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে রাজস্থান রয়্যালস দ্বিতীয়। তাদেরও প্লেঅফে খেলা একপ্রকার নিশ্চিত। হিসেব বাকি কেবল কাগজে-কলমে। এ ছাড়া মুম্বাই ও পাঞ্জাব কিংস সবার আগে আইপিএল থেকে বিদায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। তাদের সঙ্গী হবে আরও ৪ দল।

এদিকে, পয়েন্ট টেবিলে বর্তমানে তিন নম্বরে অবস্থান সানরাইজার্স হায়দরাবাদের। ১২ ম্যাচে ৭ জয়ে তাদের পয়েন্ট ১৪। রাজস্থানের পর প্লেঅফে যাওয়ার দৌড়ে তারাই এগিয়ে। এরপর বাকি থাকে আর এক দল। যেখানে ১২ ম্যাচ খেলে সমান ১২ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে চেন্নাই সুপার কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস ও লখনৌ সুপার জায়ান্টস লড়ছে। তাদের মধ্যে কোনো দল বাকি থাকা দুই ম্যাচই জিতলে প্লেঅফে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা থাকবে, এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখবে নেট রানরেট।

এ ছাড়া ১২ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট পাওয়া রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও গুজরাট টাইটান্সের প্লেঅফ খেলা কঠিন হলেও, কাগজে-কলমে তাদেরও আশা আছে। এক্ষেত্রে নিজেদের বড় ব্যবধানে জয় ছাড়াও অন্যদের ম্যাচের দিকেই তাদের তাকিয়ে থাকতে হবে বেশি।

লর্ডসে শুরু, লর্ডসেই শেষ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সবাই ভেবেছিল রূপকথার মতো ক্যারিয়ারের অবসান ঘটবে তাঁর ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে। কিন্তু জেমস অ্যান্ডারসন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ২০০৩ সালে যে লর্ডসে শুরু করেছিলেন, সেই ঐতিহাসিক মাঠেই শেষ টেস্ট খেলবেন। ইতিহাসের প্রথম পেসার হিসেবে ৭০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা এ বোলার গতকাল জানিয়ে দেন তাঁর অবসরের দিনক্ষণ। আসছে জুলাইয়ে উইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলেই ইতি টানবেন ২১ বছরের ক্যারিয়ারের।

গত শুক্রবার প্রভাবশালী ব্রিটিশ দৈনিক 'গার্ডিয়ান' অ্যান্ডারসনের অবসরের খবর দিয়েছিল। এর পরই ইনস্টাগ্রামে অবসরের ঘোষণা দেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা এ পেসার, 'লর্ডসে অনুষ্ঠেয় গ্রীষ্মের প্রথম টেস্টটি হতে যাচ্ছে আমার শেষ।'

আসছে জুলাইয়ে লর্ডসে উইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে গ্রীষ্ম শুরু করবে ইংল্যান্ড। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা লম্বা সে বার্তায় তিনি আরও লেখেন, 'যে খেলাটি আমি শৈশব থেকে ভালোবাসতাম, সেটিতে অবিশ্বাস্য ২০টি বছর দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছি। ইংল্যান্ডের হয়ে মাঠে নামাটা আমি ভীষণ মিস করব। তবে আমি জানি, সরে দাঁড়ানোর এটাই উপযুক্ত সময় এবং আমার মতো অন্যদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেওয়া উচিত ...। কারণ, এর চেয়ে দুর্দান্ত কোনো অনুভূতি নেই।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'আমি কোনোভাবেই এ পর্যন্ত আসতে পারতাম না ড্যানিয়েলা (স্ত্রী), লোলা ও রুবি (সন্তান) এবং আমার পিতামাতার সমর্থন ব্যতীত। তাদের বিশাল একটি ধন্যবাদ দিতে চাই। সেই সঙ্গে আমার সতীর্থ ও কোচদের ধন্যবাদ দিতে চাই, যারা এই কাজটিকে পৃথিবীর সেরা বানিয়েছেন। জীবনের নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য আমি রোমাঞ্চ নিয়ে অপেক্ষায় আছি। আশা করছি, এখন বেশি বেশি গলফ খেলতে পারব।'

অ্যান্ডারসনের বিদায়ী টেস্ট শুরু হবে ১০ জুলাই। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের সঙ্গে আলোচনার পরই অবসরের সিদ্ধান্ত নেন অ্যান্ডার। ম্যাককালাম তাঁকে বলেছেন, টেস্ট দল নিয়ে ভবিষ্যতের দিতে তাকাতে চাচ্ছেন তারা। মূলত ২০২৫-২৬ অ্যাশেজের জন্য পেস বিভাগ তৈরি করতে চাচ্ছেন তারা। অ্যান্ডারসনের বয়স তখন হবে ৪৩। তাই তারা নতুন কাউকে সুযোগ দিয়ে অ্যাশেজের জন্য তৈরি করতে চাচ্ছেন। সর্বশেষ ভারত সফরে ইতিহাসের তৃতীয় বোলার হিসেবে ৭০০ টেস্ট উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন অ্যান্ডারসন। ধর্মশালায় ক্যারিয়ারের ১৮৭তম টেস্ট খেলতে নেমে কুলদীপ যাদবকে আউট করে নতুন এ উচ্চতায় পৌঁছান তিনি। টেস্টে সর্বোচ্চ শিকারির তালিকায় অ্যান্ডারসনের ওপরে আছেন আরও দু'জন। এর মধ্যে ৮০০ উইকেট নিয়ে সবার ওপর শ্রীলঙ্কান স্পিনার মুত্তিয়া মুরালিধরন এবং ৭০৮ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ান স্পিনার শেন ওয়ার্ন। ৪১ বছর বয়সী এ পেসার ওয়ানডে খেলেছেন ১৯৪টি, যেখানে উইকেট পেয়েছেন ২৬৯টি। আর ১৯টিতে তাঁর উইকেট সংখ্যা ১৮টি। টেস্টে পুরো মনোযোগ দেওয়ার জন্য ২০১৫ সালে ওয়ানডে ও ২০০৯ সালে টি২০ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দু'বার পিছিয়ে পড়েও মায়ামির জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) টানা জয়ের ধারা ধরে রেখেছে লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজদের ইন্টার মায়ামি। প্রথমার্ধেই দু'বার পিছিয়ে পড়ার পর তারা দুর্দান্ত কামব্যাক করেছে। এরপর টানা পঞ্চম জয়ও তুলে নিয়েছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। ৩-২ গোলে তারা সিএফ মন্ট্রিলকে হারিয়েছে।

সাপুতো স্টেডিয়ামে রবিবার ভোরে মুখোমুখি হয়েছিল মায়ামিমন্ট্রিল। যেখানে বল দখলে পিছিয়ে ছিল মায়ামি। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের অন টার্গেটে নেওয়া ৪ শটের তিনটিই কাজে লাগিয়ে ফল নিজেদের পক্ষে নিয়ে গেছে। মায়ামির হয়ে একটি করে গোল করেছেন মাতিয়াত রোজাস, লুইস সুয়ারেজ ও বেঞ্জামিন ক্রেমাশ্চি। এই জয়ে মায়ামি পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থানেই বহাল রয়েছে। এদিনও মায়ামি ধীরগতির খেলা নিয়ে শুরু করেছিল মন্ট্রিলের বিপক্ষে। সেটিকে কাজে লাগিয়েই মন্ট্রিল ২২ এবং ৩২ মিনিটে পরপর লিড নেয়। তাদের হয়ে পরপর দুবার স্বাগতিকদের আনন্দে মাতান ব্রাইস ডিউক ও জুলসন অ্যান্থনি। এরপর অবশ্য বিরতির আগেই তারা তৃতীয় গোলও পেয়ে যেতে পারত। কিন্তু রেফারির কাছে করা তাদের একটি পেনাল্টির আবেদন নাকচ হয়ে যায়। উল্টো তাদের মতোই পরপর দুই গোল করে সমতায় ফেরে মায়ামি।

তবে তার আগে জেরার্দো টাটা মার্টিনোর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে বাঁ হাঁটুতে চাট পান মেসি। অবশ্য দুই মিনিট পরই তিনি আবার মাঠে ফেরেন। ৪২তম মিনিটে কর্নার থেকে নিচু হয়ে আসা বলে মায়ামির ব্যবধান কমান মাতিয়াস। এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে তারা সমতায় ফেরে সুয়ারেজের গোলে। খুব কাছ থেকে নেওয়া শটে উরুগুইয়ান তারকা লিগে নিজের ১১তম গোলটি করেন। দ্বিতীয়ার্ধে দাপট নিয়ে খেলতে শুরু করে মায়ামি। তার কল্যাণে তারা খুব দ্রুত সাফল্যও পেয়ে যায়। ৫৯ মিনিটে মাতিয়াসের বাড়ানো বলে ক্রেমাশ্চি গোল করে মায়ামিকে লিড এনে দেন। মেসিও স্কোরবোর্ডে নাম তোলার চেষ্টায় ছিলেন, তার নেওয়া শট ফিরিয়ে হতাশা উপহার দেন প্রতিপক্ষ গোলকিপার। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় মায়ামি ৩-২ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

কোহলির যে রেকর্ড ভাঙার পথে বাবর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলির রেকর্ড ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম।

ছয় বছর আগে ২০১৮ সালের ১১ মে ১১তম টেস্ট দল হিসেবে আবির্ভাব হয় আয়ারল্যান্ডের। ডাবলিনে সেই অভিষেক টেস্টে আয়ারল্যান্ড পাঁচ উইকেটে হেরেছিল পাকিস্তানের কাছে। গত পরশু সেই ডাবলিনে আয়ারল্যান্ড প্রথম টি ২০ ম্যাচে পাঁচ উইকেটে হারাল পাকিস্তানকে। টি ২০ বিশ্বকাপের আগে এই হার পাকিস্তানের জন্য একটি বড় ধরনের ধাক্কা।

হারলেও ম্যাচে একটি নজির তৈরি করেছেন বাবর আজম। পাকিস্তান অধিনায়ক বিরাট কোহলির রেকর্ড ছুঁয়েছেন। আন্তর্জাতিক টি ২০ তে এতদিন সবচেয়ে বেশি পঞ্চাশ কিংবা তার বেশি রান করার রেকর্ড ছিল কোহলির। সেঞ্চুরি ও হাফ সেঞ্চুরি মিলিয়ে ৩৮ বার পঞ্চাশের গণ্ডি পেরিয়েছিলেন তিনি। সেই নজির ছুঁয়ে ফেললেন বাবর। তারও ৩৮ বার পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস হলো।

শুধু তাই নয়, কোহলির চেয়ে কম সময়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। ৩৮ বার পঞ্চাশ পেরোতে কোহলির লেগেছে ১১৭টি ম্যাচ। বাবর এই কীর্তি গড়েছেন দুটি ম্যাচ কম খেলে। কোহলির একটি শতরান এবং ৩৭টি অর্ধশত রান রয়েছে। বাবরের তিনটি সেঞ্চুরি এবং ৩৫টি ফিফটি।

শুক্রবার অর্ধশত রান করে বাবর আরও একটি নজির গড়েছেন। স্বীকৃত টি ২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে এবং সবচেয়ে দ্রুততম হিসাবে ১০০ বার পঞ্চাশের বেশি রান করেছেন তিনি। ২৯৬টি টি ২০ ম্যাচে তিনি ১১টি সেঞ্চুরি এবং ৮৯টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR